সমকাল

তারিখ 05 JAN 2018
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের দাবি প্রসঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা

নতুন পে স্কেলে শিক্ষকদের দাবি প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। গতকাল রাতে দেওয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ যাতে টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড ব্যতীত গ্রেড-১ এবং গ্রেড-২ প্রাপ্য হন, সে জন্য সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাওয়া গেলে অর্থ বিভাগ দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় অনাপত্তি প্রদান করবে।' বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিতে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যখন আন্দোলন করছেন তখন এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। নতুন পে স্কেলের গেজেট প্রকাশের পর পাবলিক পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ২

শিক্ষকদের দাবি প্রসঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেছেন, নতুন বেতন কাঠামোতে তাদের দাবি প্রতিফলিত হয়নি। এরই মধ্যে ১১ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলমবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকার একটি যুগান্তকারী পে স্কেল প্রদান করেছে, যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এতে অধিক হারে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও কোনো কোনো মহল থেকে সঠিক তথ্যাদি পরিবেশন না করার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও অন্যান্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যে সকল দাবি উত্থাপন করেছেন, সে বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে সকলের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

নতুন পে স্কেলে টাইম ও সিলেকশন গ্রেড বাতিল, চাকরিতে যোগদানের প্রারম্ভে পদমর্যাদার বিষয়ে, ক্যাডার ও নন-ক্যাডারে বিভাজন সৃষ্টি, সরকারি কলেজের শিক্ষকদের পদ অবনমন করার প্রতিবাদে সরকারি চাকরিজীবীদের এক একটি অংশ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছে, টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তি মানে পদোন্নতি নয়। কেবল আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি। দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বেতন ও চাকরি কমিশন ২০১৩ এটি বিলুপ্তির সুপারিশ করে এবং তা মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়। কোনো চাকরিজীবী যাতে এ কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে জন্য ৫ শতাংশ থেকে ৩.৭৫ শতাংশ ক্রমপুঞ্জিত হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার আদেশ হয়েছে। একই সঙ্গে পদোন্নতি না পেলে ১০ বছর ও ১৬ বছর পর উচ্চতর গ্রেডের বিধান করা হয়েছে। সরকার এরই মধ্যে বিভিন্ন ক্যাডারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডে আরও কিছু পদ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে, বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাডার ও ক্যাডারবহির্ভূত পদে কর্মরত নবম গ্রেডে (সপ্তম বেতন স্কেলের প্রথম শ্রেণীর) চাকরিজীবীর সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার ৩০৮ জন। সব পর্যায়ের ক্যাডার ও ক্যাডারবহির্ভূত প্রায় ১২ লাখ চাকরিজীবীর মধ্য থেকে সরকারের সচিবসহ গ্রেড-১ভুক্ত চাকরিজীবীর সংখ্যা বর্তমানে ১২২। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ৩২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা ১১ হাজার ৪১১ জন। তার মধ্যে গ্রেড-১ভুক্ত অধ্যাপকের সংখ্যা ৮২০ জন।

জাতীয় অধ্যাপকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় গুণীজন। তাদের বেতন বা সম্মানী সিনিয়র সচিবের বেতনের সমান করার বিষয়ে কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি। এই সম্মানী কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সে ব্যাপারে অর্থ বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কেবল পত্র যোগাযোগ হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদোন্নতি বিষয়ে এতে উল্লেখ করা হয়, সরকারের একজন কর্মচারীকে সচিব পদে পদোন্নতি পেতে হলে প্রায় ২৭ থেকে ৩০ বছর বা তার বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়। পঞ্চম গ্রেডভুক্ত উপসচিব পদেই পদোন্নতির জন্য প্রায় ১৬ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ১২ বছরের মধ্যে তৃতীয় গ্রেডভুক্ত অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। এ ছাড়া তারা ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে গ্রেড-১প্রাপ্ত হন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর। অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৯ বছর। তাছাড়া ক্যাডার সার্ভিসসহ সব সরকারি কর্মচারীর নির্ধারিত অফিস সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টার পরও অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সরকারের 'অনুমোদন ছাড়া সরকারি চাকরিজীবীদের অন্য কোনো কাজ করার সুযোগ নেই। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পান, যা কোনো সরকারি কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করা হয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।